নিমগ্ন মেঘ

সুভাষ চট্টোপাধ্যায়

নিঃসঙ্গ মেঘ
ও
অন্যান্য কবিতা

নিঃসঙ্গ মেঘ

ও

অন্যান্য কবিতা

অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স (প্রাইভেট) লিঃ

প্রকাশক
সুপ্রিয় সরকার
এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স (প্রাইভেট) লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর
শৈলেশ সেন গুপ্ত
আর্টাইন প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড,
২৪, রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

প্রচ্ছদপট
শিল্পী শ্রীঅন্নদা মুন্সি

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৬৪

মূল্য দুই টাকা

শ্রীদীপক চৌধুরী

বন্ধুবরেষু—

অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

দার্জ্জিলিং
১৩৬৪, বৈশাখ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
নিঃসঙ্গ মেঘ	১
জীবনের দাম	৩
পুরুষকার	৫
অমৃতস্য পুত্রাঃ	৭
প্রতীক্ষার রাত	৯
জীবন জিজ্ঞাসা	১০
বিসর্জ্জন	১২
টেলিগ্রাফ্ ওয়্যার	১৩
হোয়াইট্ হর্স	১৫
সন্ধ্যার প্রার্থনা	১৬
মাঝ রাত	১৭
পরাজয়	১৮
রোদ্দুরের রঙ্	২০
ঘুম	২২
ওরা যদি কথা কয়	২৪
ল্যাম্পপোষ্ট	২৫
মৃত্যু	২৭
সত্যিকারের কবিতা	২৯
মূর্চ্ছা	৩২
কান্না	৩৩
কলরব	৩৪
ধবলগিরি	৩৭
বন্ধ্যাতরু	৩৮
চুন বালি সুরকী	৪০
মিতালী	৪২
প্রাণহীন এসরাজ	৪৩

বিষয় ঃ পৃষ্ঠা

পান্থশালা ৪৪
প্রথম প্রেম ৪৫
এলোমেলো ৪৬
ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি ৪৭
তুমি যেন— ৪৮
বিস্মরণ ৪৯
মন দেয়া-নেয়া খেলা ৫০
নীড় ৫১
হাসপাতালের বুকে ৫২
প্রশ্ন ৫৩
অবান্তর ৫৪
স্বজন ৫৫
দু'দিনের এ পৃথিবী ৫৬
দুঃস্বপ্ন ৫৭
অপরূপ ৫৮
হে বন্ধু কল্পনা করো ৫৯
স্বপ্ন ৬০
জলতরঙ্গ ৬১
তুমি ৬২
স্বাতন্ত্র ৬৩
অতৃপ্ত তৃষ্ণা ৬৪
সাবধান ৬৫
বিয় ৬৬
পরিশ্রম ৬৭
তাজমহল ৬৮
পালক ৭০
ফাঁকি ৭১

নিঃসঙ্গ মেঘ

সহসা আমার দৃষ্টিতে ধরা পড়লো—
একখণ্ড অনাড়ম্বর নিঃসঙ্গ মেঘ ;
মনে হোলো, ও যেন আমারই মতন—
একান্ত একক,
আকাশের এক প্রান্তে—
বাস্তুহারার দুঃখ নিয়ে—
অপাংক্তেয় হ'য়ে প'ড়ে আছে নিঃশব্দে ;
কোনো প্রতিবাদে মুখর হ'য়ে ওঠেনি ওর মুখ,
কোনো অভিযোগ,
কোনো আবেদন নেই ;
চীৎকার করছে না—
"আমাদের দাবী মান্‌তে হ'বে"—ব'লে।
অত বড়ো অম্বর থাকতেও,
আমারও যেমন আছে
সুপরিসর পৃথিবী,
ও ও আমারই মতন স্থানচ্যুত।
বর্ণাঢ্য বারিদের দল
ধনী প্রতিবেশীর মত—
উন্নাসিক হ'য়ে
স্পর্শ-দোষ বাঁচিয়ে
দাঁড়িয়ে আছে দূরে।
ওষ্ঠে শুধু তাচ্ছিল্যের হাসি।

হৃদয় ব'লে কোনো বস্তুর
বালাই নেই ওদের,
যেমন নেই আমার অর্থের।
সেবা সংঘের সংযত সহানুভূতির—
মৃদু হাওয়ায় ওর কিছু হয় না ;
সরকারী সাহায্যের ঝড় যখন উঠবে—
তখন কি আর ওকে খুঁজে পাওয়া যাবে ?
ও হয়তো তখন অনুগ্রহের আকাশে—
উন্মনা হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
বর্ণাঢ্য বারিদের দল—কিন্তু
আরও বর্ণাঢ্য হ'য়ে উঠবে তখন।

জীবনের দাম

জীবনের কতটুকু দাম !
ডাকে-আসা ছাপ্‌মারা
মুখ-ছেঁড়া খাম—
কতটুকু কাজে লাগে !
বড় জোর রাত্তিরে
ঘুমোবার আগে—
পিদ্দিমে জেলে নিয়ে
করা চলে শেষ ধূমপান।
অথবা—
অফিসে যেতে
গোটাকতো পান—
মুড়ে নিয়ে যাওয়া চলে ;
তারপর—
মুখ ধুয়ে রাস্তার কলে—
ফেলে দাও পথের ওপরে,
কুচি কুচি কোরে।
অথবা—
উল্টে নিয়ে
শাদা পিঠে তার
লেখা চলে মুদীর ভাউচার।
অথবা—
টুক্‌রো ক'রে বইয়ের পাতায়—

বুক্‌মার্ক কোরে রাখা যায়।
প্রয়োজন শেষ হ'লে—
সকলেরই এই পরিণাম।
জীবনের কতটুকু দাম ?

পুরুষকার

সংসারের—
বহু সীমা অতিক্রম ক'রে—
যখন পৌঁছলুম তোমার সান্নিধ্যে,
তখন পেলুম প্রচণ্ড বাধা।
দেখলুম, হে ঈশ্বর, তুমিও সীমাবদ্ধ,
আমার চেয়েও তুমি মোহাসক্ত,
আমার চেয়েও তুমি স্বার্থ-অন্ধ।
তোমাকে ঘিরে রেখেছে—
একদল স্তাবকের গণ্ডি ;
সে দুর্ভেদ্য বেষ্টনী ভেদ করবার শক্তি আমার নেই,
কারণ,—জানি না আমি চাটুবাক্য।
কোনো দিনও বলিনি তোমায় ডেকে ডেকে—
তুমি পুরুষোত্তম,
তোমার দাক্ষিণ্যের বর্ষণে
আমার ঘরে প্লাবন এসেছে
সুখ আর সমৃদ্ধির।
প্লাবন আসে বটে,
কিন্তু সে আমারই চোখের জলের,
যখন আমি চাষ করি
দুঃখের শক্ত জমিতে—
পুরুষকারের লাঙ্গল দিয়ে।
তবুও এইটুকুই সান্ত্বনা, যে

আমিই যে আমার ভাগ্যবিধাতা !
তোমার গুরুগিরির দক্ষিণা দিতে—
রাজী নই আমি।
তাই—তোমার আসক্তি নেই আমার ওপর,
নেই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা।
পা'বার প্রত্যাশাতেই তুমি দাও তা'দের—
যা'রা তোমার খোশামোদ করে—
নির্জলা মিথ্যে কথা ব'লে ;
তা'রাই তোমার সীমাকে খর্ব করে,
আর ভূমাকে করে ক্ষুদ্র।
আমাকে কাছে ডাকবার সৎসাহস—
যখন তোমার নেই,
আমিই তোমায় আমন্ত্রণ ক'বলুম
আমার ভাঙা ঘরে,
ইচ্ছে হয়—এসো ;
দেখ্‌বে—তোমার চেয়ে আমি কত উদাব,
তোমার চেয়ে আমি কত মহৎ।

অমৃতস্য পুত্রাঃ

হৃদয়ের প্রাঙ্গনে কোনো প্রাচীর তুলোনা বন্ধু,
খোলা থাক্ উদার ঔদার্য্যের মতো,
সেখানে আসুক বন্যা,
তোমার সমস্ত সত্বাকে ভাসিয়ে দিয়ে,
তোমাকে ধুইয়ে মুছিয়ে—
করুক তা'রা ক্লেদহীন ;
তবেই তো তুমি হ'বে নতুন মানুষ,
তবেই তো তুমি পাবে নবজন্ম।
গণ্ডির বাইরে দাঁড়িয়ে—
হয় কতোটুকু পরিচয় !
ডেকে নাও তা'দের একেবারে অন্তরের অভ্যন্তরে,
মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলো তাদের সঙ্গে—
যাদের জীবন হয়েছে ব্যর্থতায় পাণ্ডুর,
দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ক'রে—
যা'রা হয়েছে ক্ষত বিক্ষত,
তবুও এখনও বেঁচে আছে যা'রা,
দুঃখের ইস্পাতে মোড়া যা'দের জীবন—
সুখের সৌকার্য্যের আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগেনি,
আশা নিরাশার জুয়া খেলে খেলে—
যা'রা হোলো ফতুর,
অজ্ঞতার অন্ধকারে কচ্ছপের মতো মুখ লুকিয়ে—
যা'রা ছাখে আলোর স্বপ্ন,

ব্যাধির বৈগুণ্যে যা'দের এসেছে অকাল বার্ধক্য-
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে,
সেই অন্ধ খঞ্জ বিকলাঙ্গ নগণ্য প্রতিবেশীদের—
আসতে দাও তোমার হৃদয়ের অঙ্গনে,
মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শোনো—
তা'দের দুর্দ্দশার ইতিবৃত্ত ;
তবেই তো চিনবে তা'দের,
চিনবে নিজেকে,
চিনবে অমৃতের সন্তানদের।

প্রতীক্ষার রাত

রাত্রির দুপুরে—তুমি
চুল মেলে জ্যোৎস্নার রোদ্দুরে,
চেয়ে দ্যাখো চন্দ্র-গাং-চিল
আকাশ-সমুদ্র সাঁত্‌রে—
ছুটে চলে অস্তবালুচরে।
চক্ষের সংকেতে শুধু—
গুনে চলো সময়ের ঢেউ—
এক দুই তিন—
অসংখ্য অর্বুদ।
স্বপ্নের সোনার শস্যে—
ভ'রে ওঠে মনের প্রান্তর ;
পাকা ধান ভাবে ঃ কবে—
কা'র দু'টি হাতের ছোঁয়ায়
স্থান পাবে স্মৃতির ভাণ্ডারে।
পড়ন্ত রাতের আলো—
ঠিক যেন শেষের কবিতা,
সুরুর প্রত্যাশা সুরে—
ঠিক যেন সমাপ্তির গান!
এইখানে শেষ তাই—
প্রতীক্ষার তপস্যা তোমার।

জীবন জিজ্ঞাসা

ঘরের জানলা খুললেই চোখে পড়ে :
কাফ্রির ছাঁটা মাথার মতন—
পশ্চিমের পাহাড়টা—
যেখানে হুমড়ি খেয়ে প'ড়েছে,
কয়েকটি অবিন্যস্ত ঝাউগাছের ছায়ায়—
সেখানে ঘুমিয়ে আছে—
একটি শঙ্খশ্বেত সমাধিস্তম্ভ।
ঘুম কি ওর কোনোদিনও ভাঙবে না!
ভোরের সূর্য্যোদয়ে—
ওকে চোখ মেলে চাইতে দেখিনি,
দুপুরের রৌদ্রে ও নিঃসাড়ে ঘুমোয়,
সন্ধ্যার অন্ধকারে—
ওর চোখে যেন আরও ঘুম নেমে আসে,
রাত্রির গভীরেতো গাঢ়তর হ'য়ে আসে সে ঘুম,
জ্যোৎস্নার স্তিমিত আলোয়—
স্পষ্ট দেখি সে ঘুমুচ্ছে।
ঘুম আর ঘুম, কেবলই ঘুম ;
ভেতরের মানুষটির মতই—
সেও যেন চিরনিদ্রায় মগ্ন!
কিন্তু মানুষটি কে?
পুরুষ অথবা নারী?
শিশু অথবা বৃদ্ধ?

অথবা যৌবনের সোয়ারি—
পক্ষীরাজের পিঠ থেকে—
পিছ্‌লে প'ড়ে অপমৃত্যু ঘ'টেছে ?
প্রচুর ঐশ্বর্য্যবান, না মধ্যবিত্ত ?
কিম্বা নিঃস রিক্ত ?
সুন্দর ? কুৎসিৎ ?
পণ্ডিত ? মূর্খ ?
কোনো দিনও জেগে উঠে—
এ-প্রশ্নের জবাব কি ও দেবে ?
মৃত্যুর সম্মুখে রইলো—
অনন্ত জীবন-জিজ্ঞাসা।

বিসর্জ্জন

প্রেমের প্রতিমা গ'ড়েছি, আমার—
কামনার মাটি দিয়ে ;
মদিরেক্ষণা, তোমার নয়নে তাই—
প্রীতি নেই, আছে মদিরের মত্ততা,
বাহুভুজঙ্গে পাইনা তো বরাভয়,
কাল্‌নাগিনীর গরলের উদ্‌গার—
কালো ক'রে ছায় আমার সর্ব্বদেহ।
কণ্ঠে তোমার হৃদয়ের ভাষা কই !
অধর ও ওষ্ঠে শুধুই প্রবঞ্চনা।
দেবী নও তুমি, তৃতীয় নয়ন নেই ;
দানবীও নও, নেই সে শক্তি তব।
ক্ষণভঙ্গুর মাটির পুতুল তুমি,
রং চটা আর ফাট্ ধরা বাকী নেই ;
এখন তোমার বিসর্জ্জনের পালা ॥

টেলিগ্রাফ, ওয়্যার

ঐ সূক্ষ্ম তারগুলির অন্তরে র'য়েছে—
কত বৈদ্যুতিক অনুভূতি,
ছোটো ছোটো টক্কাটরের মধ্যে
বড়ো বড়ো ভাব আর ভাব্না!
যেসব টুক্রো কথার শানিত অস্ত্রে
হ'য়ে যায় কতো খণ্ড প্রলয়,
আবার ওরাই নিয়ে আসে
শান্ত সন্ধির স্বাক্ষর।
বিরহ-মিলনের অশ্রু-হাসি,
আশা নিরাশার আবেগ উদ্বেগ,
আর জীবন মৃত্যুর আনন্দ বিষাদ
সবই ভেসে আসে ঐ শব্দের তরঙ্গে।
সুখ দুঃখের দারুণ সংঘর্ষে—
বুঝি জেগে ওঠে করুণ কান্না
ঐ তারের কাতর কণ্ঠে,
তাই থেকে থেকে শুন্তে পাই—
'তা'র আর্তনাদ—ঝন্ ঝন্ ঝন্।
তবুও—
গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করে
বর্ষার প্রতীক্ষায়,
স্বপ্নের সম্ভার পায়—
শরতের নীলাকাশে,

হেমন্তের সোনালী শস্যে ছাখে
সোনার ভবিষ্যৎ,
শীতের শিশিরে ওঠে নেয়ে,
বসন্তের মিষ্টি হাওয়ায়—
তারের দোলায় তা'র—
কত পাখী দোল্ খেয়ে যায়।
মানুষের পরমবন্ধু টেলিগ্রাফ্ ওয়্যার,
তোমায় অনেক অনেক নমস্কার।

হোয়াইট্ হর্স্

সহস্র অশ্বশক্তি কারারুদ্ধ র'য়েছে—
স্বচ্ছ বেলোয়ারী কাঁচের কয়েদে ;
কড়া পাহারায় দরজায় দাঁড়িয়ে আছে—
বলিষ্ঠ গঠন শোলার প্রহরী,
মাথায় তা'র সোনালী হেল্‌মেট্ ।
দূরে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা ঠুক্‌ছে—
ছবির মতন সুন্দর—
একটি শাদা ঘোড়া,
যেন গতির চাবুক পড়্‌ছে—
স্থাবর ধরিত্রীর পিঠে !
ঘুষ দিয়ে—
যদি ভেতরে ঢুকে যেতে পারো,
দেখবে, সে এক নতুন পৃথিবী ;
সেখানে দুঃখ নেই, দৈন্য নেই, শোক নেই,
বিভেদের সুউচ্চ প্রাচীর নেই,
সবাই এক,
সবই একাকার,
সাম্যবাদের সুন্দর নিদর্শন ॥

সন্ধ্যার প্রার্থনা

যে সন্ধ্যা—
তা'র ঘনকৃষ্ণ কেশদাম বিতত কোরে—
প্রণাম ক'রেছে রাত্রির পায়ে,
আমি তা'কে দেখেছি।
দেখেছি তা'র অনুজ্জ্বল চোখে—
দু'টি প্রাণহীন তারা,
যেন অন্তরের সব ব্যথা—
বন্দী হ'য়েছে চক্ষের কুক্ষিতে॥
আমি শুনেছি তা'র অভিমানক্ষুব্ধ—
নিরুচ্চারিত প্রার্থনার বাণী,
দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মাধ্যমে—
স্পর্শ ক'রেছে রাত্রির হৃৎপিণ্ড;
মিনতি করেছে যুক্তকরে :
হে রজনী, আমাকে মুক্তি দাও—
তোমার অন্ধকার কারাগার থেকে,
চাই না হ'তে তোমার লীলাসঙ্গিনী,
চাই না তোমার বিশাখা-শতভিষার অলংকার;
শুধু চাই প্রত্যুষের আলোতে—
অঞ্জলি ভ'রে নিতে;
হে রজনী,
তোমার তমসার গুহাগর্ভ থেকে—
মুক্তি দাও, মুক্তি দাও, মুক্তি দাও॥

মাঝ রাত

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে—
দাঁড়ালুম জানালার ধারে ;
দেখলুম পৃথিবীর ঘুমন্ত রূপ।
রাস্তায় আলোর প্রহরী,
সেও যেন নিঃঝুম।
মাঝে মাঝে কানে আসে—
রাতজাগা পাখীর আওয়াজ,
অথবা পাড়ার কোনো—
বেওয়ারিশ্ কুকুরের ডাক ;
অথবা নিকটে কোনো—
আস্তাবল্ থেকে—
পা-ঠোকার শব্দ খটাখট্।
হঠাৎ ক'াদের বউ—
স্বামীর সোহাগে—
লজ্জার মাথা খেয়ে
জোরে জোরে হাসে।
ওঁরই মতো আরো কেউ—
আছে নাকি জেগে ?
সামনের জান্‌লায় পেলুম জবাব ;
মোমের মিয়োনো আলো—
তবুও ত্যাখা যায়—
এ-দিকেই চেয়ে আছে—
ও-বাড়ীর মেয়ে॥

পরাজয়

তিস্তা থেকে গ্যাংটক্ যা'বার পথে—
দেখলুম—দুপাশে রবার গাছের সারি ;
ক্ষ্যাকাশে দেহের ওপর—
বৃত্তাকার ক্ষতচিহ্ন ।
চোখের জলে শোনালো—
তা'দের করুণ কাহিনী ঃ
আজ অনেকদিনের কথা,
শিশু তরুর দুর্বল শেকড়ে—
জোর আসেনি তখনও ;
মানুষের সে কি যত্ন—
তা'দের বাঁচিয়ে রাখবার !
শক্তির সম্পদ লাভ ক'রে
সবল মুষ্টিতে চেপে ধরলো তা'রা—
পাহাড়ের অঞ্চল্ ।
দেখ্‌তে দেখ্‌তে বড়ো হ'য়ে উঠলো তা'রা
পাশের শাল আর; সেগুনের মাথা ছাপিয়ে ;
দেহ ভ'রে এলো টস্‌টসে যৌবন ;
তিস্তার জলে নিজেদের রূপ দেখে—
অবাক হোলো তা'রা ।
তারপর—

তাদের ওপর চ'ললো—
বৈজ্ঞানিক গবেষণা,
যেন ময়না তদন্ত,
কেটেকুটে রস নিষ্কাশণের—
সে কি অমানুষিক চেষ্টা !
সভ্যতার সহায়ক না হ'লে—
বেঁচে থেকে লাভ কি তাদের ?
রসের বদলে ঝ'রেছে রক্ত,
অসহ্য যন্ত্রনায় আর্ত্তনাদ ক'রেছে ওরা,
সহস্র বাহু তুলে ঈশ্বরকে ডেকেছে কাতর কণ্ঠে।
কোন ফল হয়নি কিন্তু !
সফলও হয়নি মানুষের প্রচেষ্টা।
পরাজয়ের নিস্ফল আক্রোশে—
তাই ফেলে রেখে গেছে তা'দের—
পঙ্গু করে পথের উপান্তে।
মানুষের নির্ম্মমতার সাক্ষী হ'য়ে—
আজও দাঁড়িয়ে আছে তা'রা—
তিস্তা থেকে গ্যাণ্টকের পথে।

রোদ্দুরের রঙ্

এসেছিলুম কালিমপং,
সেখানে দেখলুম আজ রোদ্দুরের রং—
বদ্‌লাচ্ছে মিনিটে মিনিটে ;
সহরের বাড়ীর লাল ইটে—
লেগে যে রোদ্দুর ঈষৎ রক্তিম্,
হেঁটগড়ানে জমির শিম্—
ক্ষেতে হ'ল তা কচি সবুজ,
দূরের মস্‌জিদের গম্বুজ
গাঢ় নীল,—
তা'র সঙ্গে মিল—
রেখে তখুনি হ'ল নীলাঞ্জনা।
বনস্থলীর বিচিত্র বর্ণের আল্পনা—
অঙ্গে মেখে হ'ল বাউল,
আল্‌খাল্লার লম্বা ঝুল—
যেন নানা রংয়ের নক্সী কাঁথা !
'পানিসাজে'র ঘনশ্যাম পাতা,
তারই পাশে ক'য়েকটি 'কটুস্‌' পাণ্ডুর,
জীবনের পাশে যেন মৃত্যুর জিজ্ঞাসা চিহ্ন !
এ ভিন্ন—
আর্‌ও অনেক রং।
ও-দিকে রঙ্‌-
বস্তির চষা ক্ষেতে—

যেতে যেতে—
রোদ্দুরের রং হ'ল মাটির মতন।
এ-দিকে তখন—
তিস্তার নরম বিছানায়
রোদ্দুর ঘুমিয়ে আছে, আর তা'র গায়—
ঝলমলে রূপোলী পোষাক।
রূপ দেখে আমি তো অবাক্!
কতোবারই এসেছি তো এই কালিমপং,
কোনদিনও দেখিনিতো রোদ্দুরের এরকম রং!

ঘুম

জীবনে অনেক দিন—
জীবনে অনেক রাত্রি—
জেগে জেগে কাটায়েছ, তাই—
এখন ঘুমের দেশে
তোমাদের চলো নিয়ে যাই।
সেখানে অনেক ঘুম
নিঃঝুম স্বপ্নবিধুর—
চুপি-চুপি ছুঁয়ে যা'বে
তোমাদের শ্রান্ত নয়ন ;
নিভে য'াবে দিবসের রুক্ষ তপন ;
মুছে যা'বে রজনীর মেকী রোশ্‌নাই ;
এমন ঘুমের দেশে
তোমাদের চলো নিয়ে যাই ;
যেখানে কেবলই ঘুম—
আফিংয়ের নেশার মতন
জড়িয়ে-জড়িয়ে র'বে
তোমাদের আঁখির পাতায়,
বুজে-আসা চোখে—
শুধু ঝাপ্‌সা জগৎ
রং চটা পুরাতন ছবির মতন—
অতীতের আহ্বানে করে যাই-যাই ;
এমন ঘুমের দেশে তোমাদের চলো নিয়ে যাই।

সুখের সৌখিন.দিন,
দুঃখের রাত্তির,
যেখানে প্রবেশ পথে—
পায় নাক' পথ,
নয়নের নোনা জলে
ডুবে যায় আশার পর্ব্বত ;
তবুও নৈরাশ্য নেই,
স্বপ্ন ছাখে বঙীন সবাই।
এমন ঘুমেব দেশে
তোমাদেব চলো নিয়ে যাই।

ওরা যদি কথা কয়

ওরা যদি কথা কয়—
ইট কাঠ মাটি,—
আর্ লোহার রেলিং,
পাথরের ফুট্‌পাথ্,
ট্রামের লাইন্,
পার্কের মরা দিঘি,—
ভাঙা ডাস্ট্‌বিন্,
পিচে-মোড়া রাজপথ,
কালো ম্যান্‌হোল্,
কানা গলি,
আর্ হাইড্রেন্ট্,
বেওয়ারিশ্ বধির পাঁচিল,
অগণিত বোবা ল্যাম্প্‌পোষ্ট্,
টালার জলের ট্যাঙ্ক্
হাওড়ার পুল,
পোস্তার বাঁধা ঘাট,
ইডেন্‌গার্ডেন্,
বাজারের বন্ধ্যা বকুল,
ওরা যদি কথা কয়,
একযোগে সবে—
বিধাতারে দেবে অভিশাপ।

ল্যাম্পপোষ্ট্

শহরতলির মেটে পথে—
ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে—
লম্বা ল্যাম্পপোষ্ট্,—
যা'র পায়ের কাছে
আলোর চেয়ে অন্ধকারই বেশী;
তাই, ঘরে-ফেরা শ্রান্ত পথিক—
হোঁচোট্ খেয়ে ভাবে—
কেনই বা এ মিথ্যে বাহার!
মিথ্যে অহংকার!
গরুর খুরের ধুলোয় ধূসর
মেরুদণ্ডের ওপর—
ক্যানেস্তারার টিনের খাঁচায়
ভাঙা কাঁচের মুণ্ডু আছে আঁটা,
ত'ারই মধ্যে টিম্‌টিমে—
এক মাটি তেলের কূপী—
দেহের খাঁচায় আত্মারামের
শেষ চাহনির মত—
নিব্‌লো ব'লে এক নিমেষের ফুঁয়ে!
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ধূম্রলোচন,
চোখের কোলে কালি,
বুজে-আসা নয়নতারায়—
হারায় পথের আলো।

হঠাৎ বুঝি নজর পড়ে—
পাশের কালো জলে,
পানাপুকুর স্বপ্ন ছাখে
নিঝুম গাঢ় ঘুমে—
আধোআলো অন্ধকারের
আসনতলে শুয়ে।
ঘরে ফেরা ক্লান্ত পথিক—
হোঁচোট্ খেয়ে ভাবে—
দেখেছি আজ—
সত্যিকারের কী অপরূপ রূপ!

মৃত্যু

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন ক'রেছি,-
কেন এমন হয় ?
জানি তুমি আস্‌বে—
আজ না হয় কাল,
অথবা তার পরের দিন,
অথবা আজ থেকে যে কোনো দিন—
জানি তুমি নিশ্চয়ই আস্‌বে ;—
তবু কেন ভয় পাই,
কেন তবু ভাবি,—
তুমি আস্‌বে না—
আজ নয়—
কালও নয়—
অদূর ভবিষ্যতেও নয় ;
অথচ জানি তুমি আস্‌বে।
জানি তুমি আস্‌বে,
তবুও প্রার্থনা করি—
তোমার না-আসার প্রার্থনা ;
মূর্খের মতন—
বলি—ঈশ্বরকে ডেকে ডেকে,—
যেন মৃত্যু না আসে,
যেন পাই অনন্ত জীবন ;
অথচ জানি তুমি আস্‌বে।

জানি তুমি আসবে—
বন্ধুর মতন;
তবু কেন ভয় পাই,—
কেন তবু ভাবি—
মূর্খের মতন,—
তুমি আসবে না,
আজ নয়—
কালও নয়—
কোনো দিনও নয়।
কেন মনে হয়—
এমন ?

সত্যিকারের কবিতা

বহু দিনই ভেবেছি—
তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখবো,
কিন্তু হ'য়ে আর্ উঠ্‌লো না।
কাজ আর্ অকাজের—
টানা-পোড়েনে—
ঠাস্-বুনুনি সময়ে—
এতটুকু ফাঁক ছিল না—
যেখানে তোমাকে ধ'রে রাখি।
সে কি আজকের কথা!
কতো যুগ কেটে গেছে।
কালিদাসের ভাষায়—
চল্ থাকলে ব'ল্‌তুম,
তখন তুমি ছিলে,—
"তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা"—ইত্যাদি ;
অবশ্য যদি তুমি কৃষ্ণা
এবং কৃশাঙ্গী হতে, তবেই।
কিন্তু আজত' সে কালিদাসও নেই,
সে উজ্জয়িনীও নেই ;
তাই নিজের কথায়ই বলি :
তখন তুমি ছিলে—
সদ্যফোটা কাঁঠালি চাঁপার মতো,
(এ ফুলটিকে অপাঙ্‌ক্তেয় মনে কোরো না লক্ষ্মীটি)

পাকা ধানের মতো গায়ের রং,
আর আঁট্‌সাঁট্‌ দেহের বাঁধুনি;
যৌবনের সুগন্ধে—
ভ'রে আছে চতুর্দিক ;
বহু স্তাবক তোমাকে ঘিরে গুঞ্জন ক'র্‌তো—
এ ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে,
উপহার আন্‌তো অজস্র পুষ্পস্তবক,
স্তুতিবাক্যে তোমাকে ক'রে তুল্‌তো উত্যক্ত।
আমিও ছিলুম ওদেরই মতন একজন,
অনেক যাত্রীর ভিড়ে—
হারিয়ে যাওয়া একটি ভক্ত—
দাঁড়িয়ে থাক্‌তুম মন্দিরের একপাশে,
দূর থেকে দেখ্‌তুম তোমাকে—
বিমুগ্ধ শ্রদ্ধায়।
মধ্যে মধ্যে দেবীর কৃপাদৃষ্টি যে প'ড়তো না—
এ অভাজনের ওপোর—
এ-কথা বল্‌লে মিথ্যা বলা হ'বে।
তারপর—সময়ের সমাবর্ত্তনে—
কত হ'ল ওলোট্‌ পালোট্‌ ;
কালের পদচিহ্ন—
র'য়ে গ্যালো তোমার দুয়ারে ;
নিকট হ'ল দূর,
অথচ দূরের যা'রা—
তারা এল না কাছে ;

কতো পাখী উড়ে গ্যালো শিস্ দিয়ে,
মনে হ'ল যেন বিদ্রূপের সুর ;
কেননা তোমার দেহযমুনায়—
এখন ভাঁটা পড়েছে ;
তা পড়ুক,—
ঘোলা জল স'রে গিয়ে—
পলি মাটিতে উর্বর হ'ল তোমার মন ;
এই তো তোমার কবিতা শোনার সময়।
আমারও সময়ে পড়েছে অনেক যতি।
তাই ভেবেছি—
তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখ্‌বো এইবার,
সত্যিকারের কবিতা।

মূর্চ্ছা

মেয়েটি মূর্চ্ছা গ্যালো,—
শাদা রং যেন নীল হ'ল,—
ফুলো ফুলো চোখ দু'টি
যেন বুজে এল—
অলস তন্দ্রায়।
নাকটি ঈষৎ বাঁকা—
শ্লথ বাহু দু'টি—
শিথিল শরীর ;
ঘামে-ভেজা কপালের—
এপাশে ওপাশে—
থোকা থোকা কালো চুল
লুটোপুটি খায়—
ফ্যানের হাওয়ায়।
ক্ষীণ হাসি লেগে আছে
ঠোঁটের রেখায়,
কী যেন স্বপ্নে দ্যাখে—
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে।

কান্না

ডাগর ডাগর দু'টি চোখ থেকে—
ঝ'রে ঝ'রে পড়ে জল,
টোলখাওয়া গালে—
বিন্দু বিন্দু যেন বিসর্গ লেখা,
সত্যিকারের মুক্তর মত
সত্যিকারের কান্না।
অভিনয় নয়—
পরিচালকের ইঙ্গিতে হাসা-কাঁদা,
অন্তর যেথা অন্তরে থাকে—
নিকটে ছায় না ধরা,
প্রতারণা করে ওষ্ঠের বাঁকা রেখা
খরিদ্দারের হাতে-হাতে ঘোরা—
এ নয় অচল টাকা,
অলংকারের এ নয় নকল পান্না।
সত্যিকারের মুক্তর মত
সত্যিকারের কান্না।

কলরব :

সকালে উঠেই—
শুনি—
কলরব,
সুরু হয়—
কলতলার কাব্য ;
রাজপথের হাইড্রেণ্টে—
জমা হয়েছে—
বস্তির বাসিন্দেরা।
সে কী উদগ্র চীৎকার !
ক্যানেস্তারার কাঁসরের সঙ্গে—
শুনি রাসভীয় ঐকতান।
তবু জলতরঙ্গে সহসা ওঠে—
হাসির মূর্ছনা,—
দীনুময়রার ময়ূরকে নিয়ে—
মুখর জল্পনা।
কালোয়াৎ কলরবের কণ্ঠে—
যেন মিষ্টির ভিয়ান্ !
এইটুকুই যা সান্ত্বনা।

(২)

বেলা বাড়ে—
তেতে ওঠে কোলের বাজার,
বাড়ে কলরব ;

দূর থেকে শোনা যায়—
মানুষের গলার আওয়াজ—
শুনি যেন সাগর গর্জ্জন,
একটানা ঝড়ের ঝঙ্কার,
তম্বুরায় বাঁধা একই সুর,
সাঁকোর সমুদ্রে সাঁত্‌রে
ছুটে যাওয়া ট্রেনের মতন
গুম্‌ গুম্‌ গুম্‌—
চোখে আনে ঘুম।
দুপুরের মিষ্টি আমেজে—
আলু আর পটলের দর যায় নেমে,—
কলরব ক্রমে আসে থেমে।
একটি নির্জ্জন কোণে—
সুরু হয় মেয়েটির কপোলকল্পনা ঃ
সওদার সাথে সাথে—
নিজেরেও দেছে কা'র হাতে।
কালোয়াৎ কলরব—
ভুলে যায় সুরের ব্যঞ্জনা ;
ভুলে যাক্‌—
তবু থাক্‌—
এটুকু সান্ত্বনা।

(৩)

প্রায় মাঝরাত—
ভেঙেছে ন'টার শো,

[illegible] কলকল্লোল যেন—
গড়িয়ে গড়িয়ে চলে—
এ-পাশে ও-পাশে সফেন শব্দ—
ছ'ড়িয়ে ছ'ড়িয়ে পড়ে ;
ঘুম ভেঙে যায়
ট্রামের চাকার
ঘর্ঘর ঘর্ষণে ;
—"ঘরে ফিরিবে কি ?"
শুধায় পান্থজনে
ঘুম ভেঙে যায়—
কানে ভেসে আসে—
"চাই কেয়া ফুল !" সুর—
তা'রই সাথে সাথে—
বৃষ্টির বিন্দুর—
আবেশ জাগায় মনে।
তন্দ্রাবিষ্ট কালোয়াৎ কলরব—
কণ্ঠে জাগে না ভৈরবী মূর্ছনা ;
আমার নয়নে ঘুমের আভাস নেই ;
নাইবা থাকুক,...
"চাই কেয়া ফুল"—সুর—
এইটুকু সান্ত্বনা।

ধবলগিরি

বারে বারে মোরে হাতছানি ভায়—
ধবলগিরির চূড়া,
মৃত্যুর মত শীতল সে সংকেত ;
বিধবার মত রিক্ত হৃদয় নিয়ে—
বোবা মানুষের প্রাণের আকৃতি নিয়ে—
অপলক দু'টি চক্ষের ইশারায়,
প্রাণহীন হিম ওষ্ঠের কিনারায়—
বারে বারে মোরে করিতেছে আহ্বান।
লক্ষ যোজন পথ রেখে পশ্চাতে,
পাকদণ্ডীর পাকে পাকে ছুটে আসে—
ঘূর্ণি হাওয়াব ঘুমুরের ঝঙ্কারে,
ধবলগিরির শীতল সে আহ্বান ;
মনের গহন অরণ্য বিস্ফারি—
হঠাৎ কি জাগে বোবা মানুষের গান ?

সন্ধ্যা ভুঁক

১

ফুল ফোটে বটে,
    ফল ধরে নাক' গাছে ;
বেঁচে থাকিবার
    সাধ বুঝি তবু আছে !
আকাশের চোখে
    বিদ্রূপ ইঙ্গিত ;
বাতাসের ঠোঁটে
    ঠাট্টার সঙ্গীত ;
বাদুড়ের ছানা
    ঘুরে ফেরে কাছে কাছে ;
বেঁচে থাকিবার
    সাধ বুঝি তবু আছে
ফুল ফোটে বটে
    ঝ'রে যায় ঝুর্-ঝুর্ ;
বেহায়া হাওয়ায়
    ব'য়ে নিয়ে যায় দূর ।
গাছ কেঁপে ওঠে
    থর্-থর্ মর্-মর্ ;
পাতাদের চোখে
    জল ঝরে ঝর্-ঝর্ ;

তার তলা দিয়ে
        মেয়েরা চলে না, পাছে…,
বেঁচে থাকিবার
        সাধ বুঝি তবু আছে।

চুন বালি সুর্‌কী

চুন বালি সুর্‌কীর কারবার ;
গোলা—ওই গঙ্গার আড়্‌পার ;
এ-পারেতে মোর ছোট খুপ্‌রী
আমি দেখি ব'সে হেথা জান্‌লায়,
গরু আর্ মহিষের যান যায়,
সন্ধ্যা সকাল সারা দুপুরই।
ছোট ডিঙি পান্‌সী ও নৌকো
ভ'রে ভ'রে যায়, লরী চৌকো—
চুন বালি আর লাল সুর্‌কী।
আমি হেঁকে ব'লি মাঝি মাল্লায়,
গাড়োয়ান-সেও নাহি বাদ যায়,
বলি, ভায়া, যা'বে রঘুপুর কি ?
ওরা হাসে, ওরা মহা বেরসিক,
বুঝ্‌তে না পারে মোর কথা ঠিক ;
চ'লে যায় গাড়ী ডিঙি পান্‌সী।
ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্ গ্রীষ্মের দুপ'হর,
কেউ কোথা নেই খাঁ-খাঁ নদীচর,
তাপে মুখ ঝ'ল্‌সিয়ে আম্‌সী।
গাড়ী চলে—হ'লেই বা রোদ্দুর ;
বলি, 'ভায়া, যাওয়া হ'বে কদ্দুর !'

চুপ্‌চাপ্‌, কেরা শোনে কথা কা'র ;
মোর দিবা স্বপ্নের রাঙা ফুল,
মজা নদী আর তা'র ভাঙা পুল,
আর চুন সুর্‌কীর কারবার।

কামারশালা ও কসাইখানা,—
দু'টিতে মিতালী কতোদিন থেকে নাহিক' জানা।
হাটের বাঁ-ধারে পাশা পাশি দু'টি ঘর,
এ ওর ওপোরে ক'রে চলে নির্ভর ;
একটি কাপড়—এ যদি পোড়েন্, ও হ'বে টানা।
কামারশালা ও কসাইখানা।

হেথা কালো হোথা লাল,—
একটি সুরের—এটি যদি লয়, ওটি হবে' তবে তাল
হেথা গড়া, হোথা ভাঙা,—
এখানের কালো মণির পরশে ওখানের সবই রাঙা
আকাশের তলে শুয়ে শুয়ে ওরা ভাবে,—
জনমের সাথে মরণেরও গান গাবে ;
একই জননীর কালো ও লোহিত দুইটি ছানা।
কামারশালা ও কসাইখানা।

প্রানহীন এসরাজ

এসরাজ বটে, ভাঙা এসরাজ, প্রাণহীন এসরাজ,
তার ছিঁড়ে গেছে সব ক'টি তা'র, ইঁদুরে কেটেছে চাম,
ধূলোতে ধূসর, চটাও উঠেচে, আহা মরি কীবা সাজ ;
হাসি পায়, তুমি শুধাও বন্ধু—'বলো, এর কতো দাম ?'

দাম আর কতো ? বিশ পঞ্চাশ ! উঁহু, তাও হয় ঠকা ;
একশ' হাজার, লাখ কি দুলাখ, তাতেও হয় না ঠিক ;
মণি জহরৎ তাও তো হয় না ; মনে ভাবো আমি বকা ;
এর দাম নেই ; দান ক'রে দেবো, যা'র খুশী সেইই নিক।

দান ? তাও সে তো সম্ভব নয়, এযে অপরের দান ;
পরের ধনেতে পোদ্দারী করা, একি বে-আইনী নয় !
শুধু তাই নয়, দিলে হ'বে তার দুর্জ্জয় অভিমান।
বলতো বন্ধু, প্রেয়সীর রাগ ভাঙা বুকে সেকি সয় ?

এসরাজ বটে, ভাঙা এসরাজ, প্রাণহীন এসরাজ ;
তবু তার সাথে আলাপ জমাই যখন থাকে না কাজ।

পান্থশালা

হাটতলা ছেড়ে সরু সড়কের বাঁপাশে সরাইখানা ;
রাঙা পথ দিয়ে চ'লে যেও ভাই সোজা পশ্চিমমুখো ;
নীচু দরজায় মাথা ঠুকে যায়, সাবধান হ'য়ে ঢুকো ;
গেরুয়া রঙের চটা-ওঠা বাড়ী, দেখলেই যা'বে জানা,
—এই সে সরাইখানা ।

দরজার ধারে কাপড় বিছায় ব'সে থাকে খোঁড়া কানা
খুশী হয় দিও, না হয় দিও না, পয়সা একটি ছুটি ;
দোরের সুমুখে এতটুকু জমি, ঘাস ফুল ওঠে ফুটি ;
তা'রই একধারে জুঁইঝাড়, আর একটি হাস্নুহানা ;
—সেইটি সরাইখানা ।

নির্ভয়ে সিধে ঢুকে যেও ঘরে, কেউ করিবেনা মানা ;
বিদেশী পান্থ পথ ভুলে বুঝি এলে আমাদের গাঁয়ে ;
চৌমাথা থেকে সেইপথ ধ'রো যে পথ গিয়েছে বাঁয়ে ;
এঁদো বাড়ী যা'র ভিতরে বসতি করিছে ইঁদুরছানা ;
—সেইটি সরাইখানা ।

সে ঘরের বুকে ছুদিনের নীড় বাঁধে যাযাবর নানা ;
এখানে ওখানে পায়ের চিহ্ন রেখে চ'লে যায় তারা ;
পান্থশালার জন্ম অবধি চলিছে এম্নি ধারা ।
মাঝে মাঝে সেথা—মিথ্যা ক'বো না—চোরেরা'ও ছায় হানা ;
—সেইটি সরাইখানা ।

প্রথম প্রেম

আমার প্রথম প্রেম লঘুপক্ষ বলাকার পাখার মতন ;
আমার প্রথম প্রেম শঙ্খশ্বেত বলাকার পাখার মতন ;
প্রথম পুরুষ করস্পর্শে জাগা কিশোরীর তনুশিহরণ
যেমন রহস্যময়, আমার প্রথম প্রেম উহারই মতন !

যে রোমাঞ্চ জাগে তৃণে রবির প্রথম করপাতে,
যে রোমাঞ্চ জাগে ফুলে প্রথম দক্ষিণ বায়ুবাতে,
যে রোমাঞ্চ জাগে মোর প্রিয়ার দেহের আঙিনাতে
আমাব প্রথম স্পর্শে, আমার প্রথম প্রেম উহারই মতন ।

এলোমেলো

লতা পাতা ফুল আঁকা মেহগিনী খাটে
দুধের মতন সাদা পুরু বিছানায়—
চুপ্‌চাপ্‌ নিঃসাড়ে শুয়ে আছি একা ;
জ্যোৎস্না নেমেছে ঝিঁকে ঘাটে মাঠে বাটে,
মাথার শিয়রে পূবে খোলা জানালায়
দেবদারু তরু ফাঁকে চাঁদ যায় দেখা।
রাত এতো গাঢ় হ'ল চোখে ঘুম নেই !
আমারই মতন সেও আছে বুঝি জেগে—
আমার সোনার মেয়ে প্রিয়া প্রিয়তমা !
কী যে ভাবি ! ভাবনার হারায়েছি খেই।
ভাবনার ঢেউগুলি ভাঙে তটে লেগে।
গলা মোম বাতিদানে হ'য়ে আছে জমা।
চৈত্রী উদাসী বায়ু বয় এলোমেলো ;
মনে হয়, সে কী এলো ! সে বুঝি বা এলো।

ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি

আমি রচি গাথা, তুমি দাও সুর,
লোকে গায় সেই গান ;
রাগে অনুরাগে মিলে হয় অভিমান।
আমার গগনে তুমি নীল মেঘ,
তোমার নয়নে তাই
সারা পৃথিবীর প্রতিমা দেখিতে পাই
আমার বেদনা তব আঁখি কোণে
অশ্রু হইয়া ঝরে;
সে ব্যথা জাগিছে অরণ্য মর্ম্মরে।
আমার নিরাশা পায় নবরূপ
পেয়ে তব ভালবাসা ;
মূক কামনার কণ্ঠে ফোটে যে ভাষা।

তুমি যেন—

তুমি যেন—
বৈষ্ণব কবির এক কান্ত পদাবলী,
প্রতি পংক্তি যার প্রেম-মধুরসে ভরা ;
ভ্রমর কাঁদিয়া ফেরে ফোটে নাই কলি,
খোলো দ্বার, খোলো দ্বার, খোলো দ্বার ত্বরা।
আঁকাবাঁকা প্রতি রেখা ও-চারু দেহের—
ওরা যেন কবিতার প্রতিটি আখর ;
আমি পড়ি বার্‌বার্ সে-লিপি স্নেহের ;
তুমি আদি নারী যেন আমি আদি নর !
আমার নিরালা ঘরে ব'সে মাঝরাতে,
সমুখে র'য়েছে খোলা ছেঁড়া পুঁথিখানি,
আঁখি দু'টি খুঁজে ফেরে তার পাতে পাতে—
কী যে বাণী, তুমি জানো আর আমি জানি !
আমার কবিতা তুমি রচনা আমার,
আমি কবি পড়ি তাই বার্ বার্ বার্ !

বিস্মরণ-

বলি বলি ক'রে যে-কথা হয়নি বলা,
সে-কথা বলার সময় এসেছে আজ ;
আকাশে জাগিছে রূপবতী শশীকলা,
বাতাসে সুরভি, হাতে নেই কোনো কাজ।
বাতায়ন-পথে তরল জ্যোৎস্না ধারা—
আসে বাঁধভাঙা নদীর স্রোতের মত,
খরবেগে ভাঙে অন্ধকারের কারা—
মনে ভীড় করে না-বলা কাহিনী কত।
নারিকেল শাখা শত অঙ্গুলি মেলি—
দূরের প্রিয়ারে ডাকে বুঝি ইসারায়।
টেবিলের প'রে রহিয়াছে খোলা 'শেলি,'
পড়িতেছিলাম সন্ধ্যার আলোছায়।
আমি কবি আর তুমি কবিতার প্রাণ ;
তোমারে ঘেরিয়া গাঁথি ছন্দের মালা,
তোমার লাগিয়া লিখি আজেবাজে গান,
আজিকে আমার কথা শোনাবার পালা।
তুমি আর আমি আর কেহ ঘরে নাই,
অত দূরে নয় আরো কাছে এসে বোসো ;
মনের কাহিনী মন দিয়ে শোনা চাই ;
কি কথা বলিব ? মনে ক'রে নিই রোসো।

মন দেয়া-নেয়া খেলা

মনে মনে বলি অনেক কথাই—
শুনিতে পাও কি তুমি ?
তুমিত মনের মানুষ !
দু'টি মন মিলে এক হ'ল যেথা—
মোদের মিলন ভূমি,
সেথা ওড়াই রঙের ফানুস ।
একে একে দুই-অঙ্ক ক'ষেছ ;
দু'য়ে মিলে হয় এক,—
ক'ষেছ কি সেই আঁক ?
না চাহিতে দান ক'রে ক'রে হায়
খালি হ'ল ভরা ট্যাঙ্ক,
জমার ঘরেই ফাঁক ।
ভরা মন নিয়ে কারবার সুরু,
লোকসান হ'ল ঢের ;
হ'লাম শুধুই ঋণী ।
মন দেয়া-নেয়া খেলায় কেবলি
হয় দেখি হের-ফের্ ।
শেষ হ'ল বিকি-কিনি ॥

নীড়

•

গুটি দুই ঘর, কোঠা কি মাটির হোক্ ;—
দু'টিতেই হবে আমরাও দু'টি লোক।
দোরের সুমুখে একফালি সরু রক্,
নিকানো উঠোন রোদে করে ঝক্‌ঝক্ ;
তারই একপাশে হ'বে এক মাচা পুঁই ;
তুলসী তলার ধারে দু'টি ঝাড় জুঁই।
ঘরে শুয়ে দেখা যা'বে আকাশের চাঁদ,—
অশথ চূড়োয় পাতা চিঁড়িয়ার ফাঁদ।
আমি, রাণী, আর আবদেরে পুষি তা'র,
এই নিয়ে হ'বে আমাদের সংসার।

*   *

ভোরে উঠে ওরা দোরে ছড়া দেবে জল,
এটা করা চাই,—গেরস্থ-মঙ্গল!
তারপরে ঝাঁট দ্যায় দেবে ঘর-দোর,
উঠোন নিকোবে খুশী হয় যদি ওর।
উনুন ধরানো, বাসন মাজাও ভাই
ক'রে নিতে হবে, রান্নাও করা চাই।
গরীবের বউ, সবই ক'রে নিতে হয় ;
লেখক ? তা বটে, গরীবত' নিশ্চয়।
অভাবের মণি, ভাবের মুক্ত আর,
এই নিয়ে ভাই আমাদের সংসার।

হাসপাতালের বুকে—

পাশের বাড়ীতে টু-লেট্ ঝোলানো ছিলত অনেকদিনই ;
জানলা দরজা বন্ধ ছিল বেবাক ;
আজ ভোর থেকে খুলে গেছে দোর, বাজে কার কিঙ্কিনী ;
অচেনা গলার সুরু হ'ল হাঁক-ডাক।
নতুন ভাড়াটে এলো বুঝি হোথা নবনীড় রচনায় ;
দু'টি পাখী বাসা বাঁধে অশথের শাখে !
ওদের বাড়ীর সকলের মুখ, সবই কিছু দ্যাখা যায়—
আমার ঘরের ক'টি জানালার ফাঁকে।
কানে এসে লাগে অনেক কথার টুক্‌রোও ভাঙা-ভাঙা,
জুড়ে-তেড়ে তা'র মানে ক'রে নিই ঠিক্‌ই।
ছাতের দড়িতে টাঙানো শাড়ীর রং টক্‌টকে রাঙা,
মেয়েটির রং কেমন তা' বলো দিকি ?
অতি সাধারণ গেরস্থালীর দৈনিক ইতিহাসে
লেখা থাকে যা' তা' সবই আছে এখানেও ;
কেরাণী স্বামীর সহধর্মিনী ফেরে ঠিকই পাশে পাশে,
ছেলেতে মেয়েতে গুটি তিন হ'বে সে-ও।

* * *

রুগ্ন-শয্যা আশ্রয় ক'রে হাসপাতালের বুকে,
মৃত্যু-তোরণে বাজে নওরোজ-বাঁশী,
যাযাবর আজি স্বপ্ন দেখে যে-নীড় বাঁধিবার সুখে
ভ'রে ওঠে বুক, ঠোঁটে ফুটে ওঠে হাসি।

প্রশ্ন

আমার জীবনে কভু এসেছে কি বসন্তের দিন ?—
বিষুব রেখার দেশে সূর্য্য কভু উত্তাপবিহীন—
হয়েছে কি ?—এই প্রশ্ন—তেমনি অদ্ভুত।
আমার জীবনে কভু আসে নাই বসন্তের দূত।
নাতিশীত-উষ্ণ দিবা, প্রত্যূষে প্রদোষে ভেসে আসা-
দূরান্তের গন্ধবহে সমুদ্রের স্নিগ্ধ ভালবাসা—
এসেছিল মোর স্বপ্নে ; আসে নাই প্রত্যক্ষ জীবনে-
অন্তরে-বাহিরে মোর রিক্ততার দারিদ্র মোচনে।
আমার বাসন্তী ছিল দুর্নিরীক্ষ দৃঢ় দুর্গারূঢ়া,
দুর্ভেদ্য সে কল্পলোক যেন দূর হিমালয় চূড়া।
অসূর্য্যম্পশ্যার মত রহস্যের তমিস্র আবৃতা—
ছিল সে রহস্যময়ী, হয় নাই কভু অসম্বৃতা।
প্রৌঢ়তার প্রান্তে এসে প্রাণশিখা হ'য়ে আসে ক্ষীণ
আমার জীবনে কভু আসে নাই বসন্তের দিন।

অব্যাহতি

অনেক হ'লত' কবি—
প্রেয়সীর কানে কানে মধুক্ষরা প্রণয় গুঞ্জন ;
মানসীর তরে বৃথা কল্পনার মণিহার রচা ;
আঁখি হ'তে মুছে ফ্যালো আজি ওই মোহের অঞ্জন।
আকাশ বাতাস আর নদী, গিরি, নীলা বনানীরে
চাঁদের কাহিল শিশু মূর্চ্ছাতুর যেথা পড়ে লুটি',
কুসুমের কমগন্ধে, শিশিরের কমনীয়তায়,
আর কেন ! ওগো কবি, দাও দাও দিয়ে দাও ছুটি !
দুপুর রোদের গান কান পেতে শুনো ভালো ক'রে,
তোমার পথের পাশে জড়ো হ'য়ে আছে যে জঞ্জাল,
নিমেষের তরে কবি চোখ মেলে দেখো তা'র পানে,
সেখানে লুকানো আছে ফুল হ'য়ে ফুটিবে যা কাল।
কোন দিনও শোনো নিকি কা'রা কাঁদে সাহারার বুকে ?
তোমার পায়ের ধ্বনি ওরা শোনে পরম উৎসুকে।

শক্তির প্রাচুর্য্য নাই, আছে শুধু মদির-মত্ততা ;
দণ্ডহুই প্রান-পাত্রে উচ্ছলিত সুরা টলমল ;
ঈশানের মেঘপুঞ্জে শ্যামলের নাহিক স্নিগ্ধতা ;
আকণ্ঠ ক্রন্দন তবু চক্ষে নাহি এক ফোঁটা জল !
সৃজনের ব্যথা নাই, সাফল্যের নাহিক ইঙ্গিত ;
প্রেম নাই, আছে শুধু প্রণয়ের মিথ্যা অভিনয় ;
মিলনের শুভলগ্নে রচা হ'ল বিরহ-সঙ্গীত।
শ্মশান-বাসরে ব'সি শবে শবে হ'ল পরিচয়।
নারী যদি বন্ধ্যা হয়, নর যদি সৃষ্টি শক্তিহীন ;
প্রসব করিতে নারে মাটি যদি শস্য শিশুদল ;
ব্যর্থতার অভিশাপে পঙ্গু যদি হয় প্রতিদিন,
বিকলাঙ্গ মানবের জীবনেতে বলো কিবা ফল !
তোমার কবিতা, বন্ধু, প্রস্ফুটিত শতদল সম—
রূপে রসে ভাবে ছন্দে যুগে যুগে হোক অনুপম।

ছু' দিনের এ পৃথিবী

আকাশেরে ভালবাসি, সেতো মোর ন্যায্য অধিকার,
বাতাসের লাগি আছে আইনতঃ জন্মগত দাবী,
আলোক আমার ভৃত্য, মোর তরে চন্দ্র সূর্য্য ওঠে ;
বঞ্চিত কোরোনা মোরে, হে ঈশ্বর, হ'বে অবিচার।
তুমি তো নির্দ্দয় নহ, বৃথা কেন এই কথা ভাবি !
তোমারই স্নেহের স্পর্শে অজ্ঞতার ঘুমঘোর টোটে।
তাই আমি বেঁচে আছি, বুক ভ'রে নিতেছি নিঃশ্বাস ;
আকণ্ঠ করি যে পান ধরণীর স্তনের অমৃত ;
নয়নে জ্বলিছে শিখা প্রদীপ্ত ভানুর সহচর।
আমারই লাগিয়া পৃথ্বী, এ আমার নিশ্চিত বিশ্বাস,
ধনধান্যে পরিপূর্ণ—, ফুলে ফলে রূপে রসে স্ফীত।
মোর লাগি নিশিদিন মহাকাল গণিছে প্রহর।
নিজেরে ঘেরিয়া কেন বৃথা রচি মোহ-কারাগার !
ছু'দিনের এ পৃথিবী বসন্তের পাতার বাহার।

দুঃস্বপ্ন

স্বপ্ন দেখি—প্রিয়া মোর নাই,
সে যেন মরিয়া গেছে,
শ্মশানে পুড়িয়া দেহ ছাই।
এ যে স্বপ্ন, এতো মিথ্যা জানি ;
তবু এ ছায় যে ব্যথা,
মরি যদি ভালো ব'লে মানি!
আমারে জাগায়ো ঘুম থেকে,
ওগো প্রিয়া কানে কানে ডেকে।

*　　*　　*

স্বপ্ন দেখি—আমি চ'লে যাই
আমার প্রিয়ারে ছাড়ি,
কাঁদিয়া আকুল সে যে তাই!
এ যে স্বপ্ন, এত' সত্য নয় ;
তবু এ ছায় যে ব্যথা,
মরি যদি ভালো মনে হয়!
আমারে জাগায়ো ঘুম থেকে,
দেহ পরশিয়া দিও ডেকে।

অপরূপ

ও কালো নয়ন—
ভুলাইল মোর মন।
কাজল আঁখির
জলে ভর-ভর
ছোট পাতা দু'টি
কাঁপে থর-থর,
এখনি নামিবে
বুঝি ঝর-ঝর
শ্রাবণের বরিষণ;
ও কালো নয়ন—
ভুলাইল মোর মন।
কাঁদো কাঁদো তব রূপের মাধুরী
বাড়ে যে চোখের জলে!
তাইত তোমারে ব্যথা দিই প্রিয়া
কেবলি নানান্ ছলে।
আষাঢ় গগনে শ্যাম সমারোহ
নয়নে ভরিয়া ছায় একী মোহ!
আকাশের রূপ বেড়ে ওঠে সে কী
অপরূপ কৌশলে!
রূপের নলিনী ম্যালে দল তব
আঁখি-সরসীর জলে।

হে বন্ধু কল্পনা করো

হে বন্ধু, কল্পনা করো, মৃত্যু হ'ল জ্বলন্ত সূর্যের ;
শত শত শতাব্দীর পুঞ্জীভূত অগ্নির উত্তাপ—
কালের শীতল বাষ্পে নির্ব্বাপিত হ'ল একদিন।
হে বন্ধু, কল্পনা করো, প্রাণ ছিল প্রতি মুহূর্ত্তের—
সেই সূর্য্যে নাহি প্রাণ, বিধাতার একি অভিশাপ!
জ্বলন্ত অগ্নির পিণ্ড মুহূর্ত্তেকে উত্তাপ বিহীন।
হে বন্ধু, কল্পনা করো, মৃত সূর্য্য মুদিত নয়ন,
পাণ্ডুর গণ্ডের পরে জাগিতেছে মৃত্যুর আভাস,
শায়িত সূর্য্যের শব পরিচ্ছন্ন আকাশ—শয্যায় ;
মহানিদ্রা ভাঙিবেনা, এই ত'ার অন্তিম শয়ন।
তাহারে হারায়ে কাঁদি ফিরিতেছে হিমেল বাতাস,—
অবশ করিয়া তোলে ধরনীর অস্থি ও মজ্জায়।
হে বন্ধু, কল্পনা করো, সূর্য্য-হীন পৃথিবীর ঘরে—
মোদের অসাড় দেহ এ উহারে আলিঙ্গন করে।

স্বপ্ন

বোবা তালগাছ সারারাতই কার স্বপ্ন দ্যাখে !
পায়ের তলায় পিয়ালী নদীর জল করে ছল্‌ছল্‌ ;
মাথার উপরে সোনালী চাঁদের ঢেউ।
মরা গঙ্গায় জোয়ার এসেছে আজ তিথি পূর্ণিমা ;
আমার মনের ডাঙ্গায় লেগেছে সোনালী ছোঁয়াচ্‌ তার,
সরস ক'রেছে রুক্ষ মাঠের মাটি।
মনে হয় আজ জীবনের নীড় গ'ড়ে তুলি পরিপাটি।
নূতন করিয়া জীবনে আমার করিতেছি অনুভব ;
পুরানো যা কিছু প'ড়ে থাক্‌ পশ্চাতে।
নূতন পৃথিবী সবাকার নয়, শুধু তুমি আর আমি—
এই ধরণীর নাগর-দোলায় দুলি ব'সে পাশাপাশি ;
মাথার ওপরে রাশি রাশি ঝরে সোনালী চাঁদের হাসি।
বোবা তালগাছ অবাক্‌ হইয়া স্বপ্ন দেখিছে কা'র !

জলতরঙ্গ

নীল নভোতল ছেয়ে গ্যালো কালো মেঘে,
পুঞ্জ পুঞ্জ কৃষ্ণবর্ণ মেঘ ,
ওগো কালো মেয়ে ওরা কি তোমার ছায়া ?
পশ্চিম হ'তে বায়ু ছুটে আসে বেগে,
তোমারও চরণে ছিল বিদ্যুৎ বেগ—
ক্রোধভরে যবে চ'লে গেলে বীরজায়া !
নবজলধর ঘনতর হয় ক্রমে,
মেঘে মেঘে জাগে বজ্রের হুঙ্কার,
বিজলী চমকে সুরু হয় বরিষণ।
অভিমানে ম্লান মুখ হোলো থম্‌থমে ;
সহসা কণ্ঠে জেগে ওঠে ঝঙ্কার ;
তারই সাথে সাথে জলে ভাসে দু'নয়ন।
শার্শিতে জলতরঙ্গ বাজে শোনো ;
ক্রন্দন রেখে ধরো সঙ্গীত কোনো।

তুমি

যে চাঁদে কলঙ্ক নাই, তুমি সেই চাঁদ,
সোনার কিরণে আলো করিয়া আকাশ—
প্রত্যহের পূর্ণিমায় তোমার প্রকাশ ;
ধরণীতে বিছাইয়া দাও মোহ ফাঁদ।
যে ফুলে কণ্টক নাই, তুমি সেই ফুল,
রূপে রসে বর্ণে গন্ধে অপূর্ব্ব বিকাশ ;
দক্ষিণের সমীরণে তোমার নিশাস—
স্পর্শমাত্রে সব কিছু ক'রে ব'সি ভুল।
তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য, নক্ষত্রনিচয় ;
জগতের শ্রেষ্ঠ যাহা সব কিছু তুমি ;
আমারে ঘেরিয়া আছ যেন পটভূমি—
শাশ্বত সত্যের মতো অব্যয় অক্ষয়।
আমি কি তোমার চন্দ্র, আমি কি তোমার পুষ্প নহি ?
উত্তরের প্রত্যাশায় প্রতিদিন কী উৎসুক রহি ॥

স্বাতন্ত্র্য

আমার আকাশে চাঁদ ওঠে,
আর তোমার আকাশে তারা,
ওদের জীবনে অমাবস্যার রাত ;
এই পৃথিবীর গোলকধাঁধায়—
ওরা হোলো পথহারা,
হারানো পথের সন্ধান মোরা পাই যে অকস্মাৎ।
তুমি আর আমি—
এই নিয়ে হোলো আমাদের সংসার ;
মোদের জগতে ওদের নাহিক' ঠাঁই ;
মোদের খেলার পুতুল যা' কিছু—
সবই হ'বে রংদার ;
ওদের জীবনে কোনোই চটক্ নাই।

অতৃপ্ত তৃষ্ণা

রাত্রির বাসনা মোর সর্ব্বদেহ-মনে
অতৃপ্ত তৃষ্ণার মতো জাগে অনুক্ষণ,
প্রখর সূর্য্যের তাপে বাড়ে আরো জ্বালা।
তুমি এলে, চ'লে গেলে, ওগো সুলোচনে,—
চকিতে বিজলী সম ; কাঁদিল গগন।
আমিও তোমার লাগি কাঁদিলাম বালা।
তোমারে দেখিয়াছিনু সেত' ক'টি পল,
যে রূপ দেখিলে আঁখি হ'য়ে আসে নত,—
তুমি ছিলে সেইরূপ অপূর্ব্ব রূপসী!
তোমারে দেখিয়াছিনু যেন অবিকল—
নিশান্তে গগনোপান্তে শ্রান্ত দূরাগত,—
অস্ত গ্যালো,...রজনীর নিদ্রাহারা শশী।
উদগ্র আনন্দভঙ্গে সোনার স্বপন—
গ্যালো টুটে ; আছে জেগে মোর তনু মন।

সাবধান

ফাগুনেও নাকি বৃষ্টি নামতে পারে,
সাবধান সাবধান !
এই বেলা সখি ঘরে তুলে নাও
রয়েছে যে ক'টি ধান—
মাঠের বুকেতে ছড়ানো,
অনেক স্মৃতিই জড়ানো,
অনেক মনের বিস্ময় নিয়ে—
অনেক মাটির দান।
সাবধান সাবধান !
ফাগুনেও নাকি বৃষ্টি নামতে পারে,
সাবধান সাবধান !
এই বেলা যতো পারো গেয়ে নাও
হিন্দোল রাগে গান।
কে জানে কখন অকালে—
সন্ধ্যা নামবে সকালে ;
দেহের দুকূলে আঁধার কি হবে।
রেখে দাও অভিমান।
সাবধান সাবধান !

বিঘ্ন

বার বার আমার তপস্যায়—
বিঘ্ন এনেছ
শকুন্তলা,
তুমি বামাচারিনী।
তোমার কালো কেশের মেঘাড়ম্বরে—
এনেছ অন্ধকার,
তোমার চক্ষের কটাক্ষে
এনেছ বিদ্যুৎবহ্নি,
তোমার ওষ্ঠের পাত্রে
এনেছ বিষাক্ত আশ্লেষ,
তোমার বাহুর বন্ধনে
এনেছ অসহ্য যন্ত্রণা,
নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে
সে কী দুঃসহ উত্তাপ!
চিত্তের একাগ্রতায়
তরঙ্গ তুলে—
এক তুমি
সহস্র হয়ে
পীড়ন ক'রেছ আমার সত্ত্বাকে।
তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি……
কিন্তু হে ঈশ্বর,
সে শক্তিই বা আমার কই!

পরিশ্রম

মনের ঝ'রেছে ঘাম
অজস্র অনেক ;
চিন্তার আগুনে পুড়ে
রং হোলো তামার মতন।
অন্ন বস্ত্র বাসস্থান,
ছোটো ছোটো অভাব উদ্বেগ,
সংসার সমাজ আর
রীতি নীতি মিথ্যা সংস্কার,
না-পাওয়ার আশাভঙ্গ,
পেয়ে হারানোর বৃথা ভয়,
অনুদার পূর্বকাল,
রূঢ় প্রত্যক্ষ বর্তমান,
অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ,
এবং অনন্ত পরিক্রম
উত্তপ্ত শঙ্কার রাজ্যে
সন্দেহের গুণ টেনে টেনে,
উত্ত্যক্ত ক'রেছে মনকে ;
এ কি বড়ো কম পরিশ্রম !

তাজমহল

দেখলুম,
পূর্ণিমার রাত্রে
জ্যোৎস্নার চাদর মুড়ি দিয়ে
যমুনার তীরে
ঘুমিয়ে আছে
তাজমহল।
যেন স্বপ্ন দেখছে
একটি সুন্দরী
তা'র দিনান্তের
সুন্দর সন্ধ্যাকে
স্মরণ কোরে,
যে সন্ধ্যায়
সে তা'র
প্রিয়জনের সান্নিধ্য
অনুভব কোরেছে
সমস্ত অঙ্গ দিয়ে,
অথচ সে মানুষ
এখন আর নেই তা'র পাশে।
দেখলুম,—
রৌদ্রোজ্জ্বল দ্বিপ্রহরে
একদৃষ্টে
ক্ষয়িষ্ণু যমুনার দিকে চেয়ে

দাঁড়িয়ে আছে.
স্তম্ভিত তাজমহল।
যেন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে
দিন গুনছে—
শঙ্কিত উদভ্রান্ত
পরিশ্রান্ত পুরুষ
তা'র জীবন সঙ্গিনীর
শেষ শয্যায়,
আশা নিরাশার
অন্তর্দ্বন্দ্বে
বিভ্রান্ত
যোদ্ধার মতন।

পালক

সময়ের পাখা আছে
উড়ে চ'লে যায়
পাখীর মতন ;
ঝ'রে পড়ে পুরাতন স্মৃতির পালক,
কোনোটা প্রথম প্রেমে হয়েছিল লাল,
বিরহের নীল ছায়া কোনোটার গায়,
কোনোটা পাণ্ডুর বেদনায়,
প্রাণের সবুজ কোনোটায়
আজও দ্যাখা যায়।
কোনোটা বা প'ড়ে আছে
জীবনের উষর বেলায়
দুঃখের নোনা জলে
যে জমি ফতুর,
কোনোটা হাতের কাছে,
কোনোটা অনেকখানি দূর ;
খুঁজে খুঁজে খুঁটে খুঁটে
তুলি সে পালক,
লাল নীল পাণ্ডুর
যে রংয়েরই হোক।

ফাঁকি

আকাশে যে কালো মেঘ,
কোথায় বর্ষণ হ'বে কে জানে!
হৃদয়ের উদ্বেগ
কতখন চেপে চেপে থাকি ?
ক্রমে বাড়ে বায়ুবেগ
কখন থামিবে তা' কে জানে!
কালো রং ফিঁকে হোলো,
ও মেঘ কাটিয়া যা'বে নাকি ?

ব্যথা আর বেদনার
কতদিনে শেষ হ'বে কে জানে!
জীবনের পথ চলা
আরো আছে কত দিন বাকি ?
সময়ের রথ ছোটে,
কখন থামিবে তা' কে জানে!
প্রাণ বলে—পারি না যে,
দেহটারে কবে দেবো ফাঁকি!